প্রকল্প পরিচিতি

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ **উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)**
	Employment Guarantee Scheme for Poor of Northern Region (2nd Phase)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
প্রকল্প বরাদ্দ	ঃ ৯৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ এপ্রিল, ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্পের অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী	ঃ প্রকল্প এলাকার ৩৩৬০০ দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা

ভূমিকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত একটি বৃহৎ এবং ঐতিহ্যবাহী সরকারী প্রতিষ্ঠান। ষাট-এর দশকে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত "কুমিল্লা মডেল" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিআরডিবি বর্তমানে গ্রামীণ সংগঠন গড়ে তোলা, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, পুঁজি গঠন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। বর্তমানে ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিআরডিবি দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে পল্লীর অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতি হিসেবে দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করেছে। আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন এবং সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে

বর্তমানে বিআরডিবি ব্যাতিক্রমধর্মী বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। **"উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)** এমনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী দারিদ্র বিমোচন মূলক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকার ভৌগলিক অবস্থা ও প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের একটি বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে এরূপ দরিদ্রের গড়হার ৫৫% এর ঊর্ধ্বে এবং গ্রামীণ অঞ্চলের ২৩% পরিবারকে অতিদরিদ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আগ্রাসী তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র নদের অবস্থান এবং উত্তরে হিমালয় এ অঞ্চলের ভূমন্ডলকে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বন্যা ও নদীভাঙ্গনে বাস্তচ্যুতি, কৃষি জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়া, অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি, গবাদিপশু বিনষ্ট, প্রতি বছর বন্যায় পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব, বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি সাধারণ চিত্র। ফলশ্রুতিতে চড়া সুদে মহাজনী ঋণ, খাদ্যশস্য অগ্রিম বিক্রি, ৫০:৫০ বর্গাপ্রথা, কমমজুরী, অগ্রীম শ্রম বিক্রয়, কর্মহীনতা, দরিদ্র শ্রেণীকে আরও দরিদ্রবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। ফলে কর্মহীনতার কারণে দরিদ্র শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা দারুনভাবে কমে যাচ্ছে।

বছরের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ৩ মাস ক্রয়ক্ষমতার অভাবে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী বর্ণনাতীত কষ্টে জীবনযাপন করে থাকে। এ অবস্থায় উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিগত জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১৩ মেয়াদে ৪৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয়ে **"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প"** শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৮ হাজার ৬ শত ৩১ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগীর অধিকাংশই তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন। ফলে তাদের উপার্জন বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে। প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন

কমিটির নিকট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। ফলে মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটিকে সম্প্রসারণের নিমিত্ত ২য় পর্যায় গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে এপ্রিল, ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৯ সময়ে ৫ বছর মেয়াদে ৯৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয়ে **"উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)"** বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন

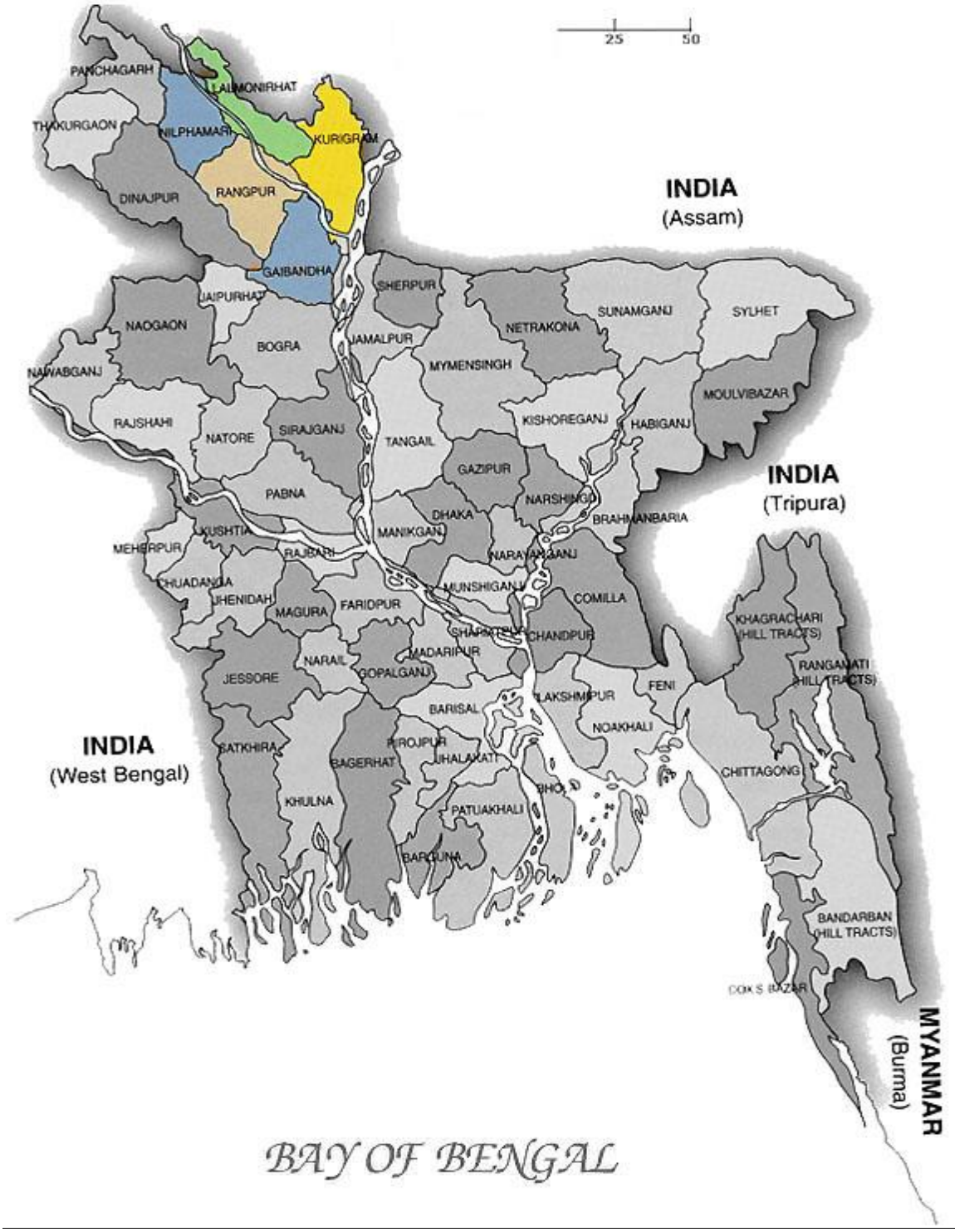
25
50
PANCHAGARH
LALMONIRHAT
THAKURGAON
NILPHAMARI
KURIGRAM
DINAJPUR
RANGPUR
INDIA
(Assam)
GAIBANDHA
JAIPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETRAKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSINGH
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
KISHOREGANJ
HABIGANJ
GAZIPUR
INDIA
(Tripura)
PABNA
NARSHINGDI
DHAKA
BRAHMANBARIA
KUSHTIA
MANIKGANJ
MEHERPUR
RAJBARI
NARAYANGANJ
CHUADANGA
JHENIDAH
MUNSHIGANJ
COMILLA
MAGURA
FARIDPUR
KHAGRACHARI
(HILL TRACTS)
SHARIATPUR
CHANDPUR
NARAIL
MADARIPUR
RANGAMATI
(HILL TRACTS)
JESSORE
GOPALGANJ
FENI
LAKSHMIPUR
BARISAL
NOAKHALI
INDIA
(West Bengal)
SATKHIRA
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
CHITTAGONG
BHOLA
KHULNA
PATUAKHALI
BARGUNA
BANDARBAN
(HILL TRACTS)
COX'S BAZAR
MYANMAR
(Burma)
BAY OF BENGAL

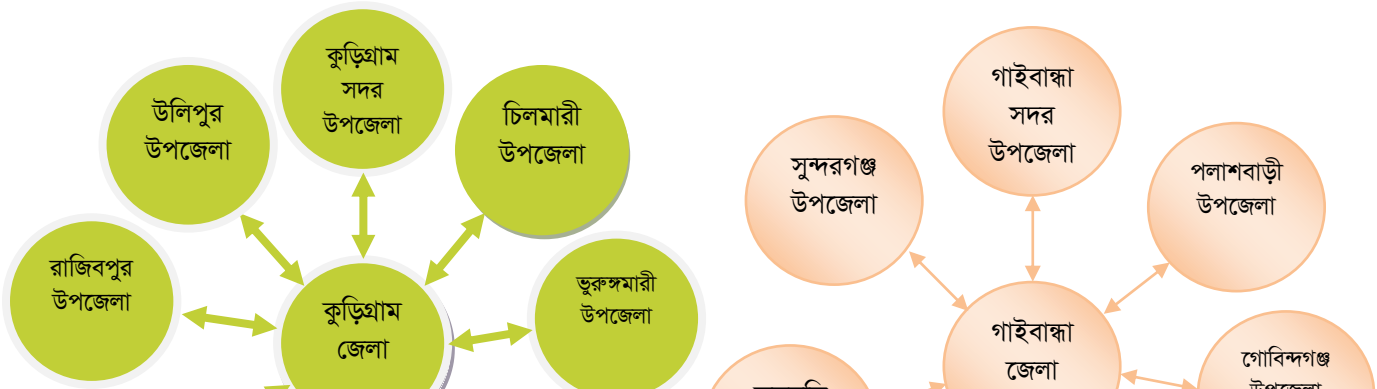
কুড়িগ্রাম
সদর
উপজেলা
উলিপুর
উপজেলা
চিলমারী
উপজেলা
রাজিবপুর
উপজেলা
কুড়িগ্রাম
জেলা
ভুরুঙ্গমারী
উপজেলা
গাইবান্ধা
সদর
উপজেলা
সুন্দরগঞ্জ
উপজেলা
পলাশবাড়ী
উপজেলা
গাইবান্ধা
জেলা
গোবিন্দগঞ্জ

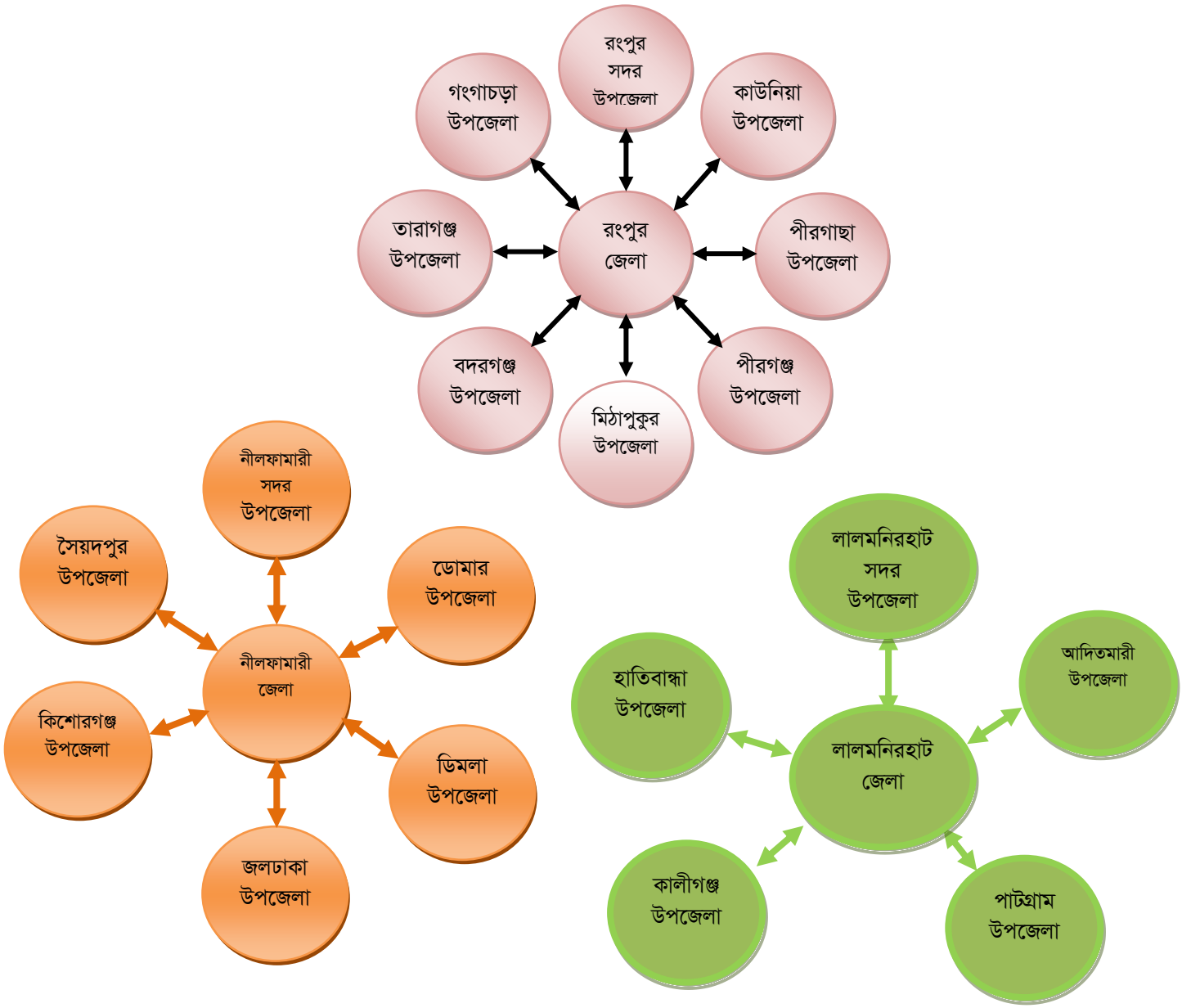
রংপুর
জেলা
রংপুর
সদর
উপজেলা
গংগাচড়া
উপজেলা
কাউনিয়া
উপজেলা
তারাগঞ্জ
উপজেলা
পীরগাছা
উপজেলা
বদরগঞ্জ
উপজেলা
পীরগঞ্জ
উপজেলা
মিঠাপুকুর
উপজেলা
নীলফামারী
জেলা
নীলফামারী
সদর
উপজেলা
সৈয়দপুর
উপজেলা
ডোমার
উপজেলা
কিশোরগঞ্জ
উপজেলা
ডিমলা
উপজেলা
জলঢাকা
উপজেলা
লালমনিরহাট
জেলা
লালমনিরহাট
সদর
উপজেলা
হাতিবান্ধা
উপজেলা
আদিতমারী
উপজেলা
কালীগঞ্জ
উপজেলা
পাটগ্রাম
উপজেলা

জেলা অনুযায়ী উপজেলা এবং উপজেলা অনুযায়ী ইউনিয়নের নাম

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম
রংপুর	১। রংপুর সদর	খলেয়া, মমিনপুর, হরিদেবপুর, চন্দনপাট, সদ্যপুষ্কুরিণী
	২। তারাগঞ্জ	কুর্শা, সয়ার, ইকরচালী, হাড়িয়ারকুটি, আলমপুর
	৩। কাউনিয়া	হারাগাছ, বালাপাড়া, শহীদবাগ, সারাই, কুর্শা, টেপামধুপুর
	৪। পীরগাছা	কল্যানী, কৈকুরী, কান্দি
	৫। গংগাচড়া	মর্নেয়া, নোহালী, আলমবিদিতর
	৬। বদরগঞ্জ	গোপীনাথপুর, লোহানীপাড়া, কুতুবপুর
	৭। পীরগঞ্জ	বড় আলমপুর, বড়দরগা, রায়পুর
	৮। মিঠাপুকুর	বড় হযরতপুর, গোপালপুর, ইমাদপুর
কুড়িগ্রাম	৯। কুড়িগ্রাম সদর	ঘোগাদহ, যাত্রাপুর, মোগলবাসা
	১০। রাজারহাট	ছিনাই, বিদ্যানন্দ, রাজারহাট, চকিরপাশার, ঘড়িয়াল ডাঙ্গা
	১১। উলিপুর	থেতরাই, দলদলিয়া, ধরণীবাড়ী
	১২। চিলমারি	অষ্টমীর চর, থানাহাট, রমনা
	১৩। নাগেশ্বরী	হাসনাবাদ, নেওয়াশী, রামখানা
	১৪। ভূরুঙ্গামারী	তিলাই, পাইকের ছড়া, বঙ্গসোনাহাট
	১৫। ফুলবাড়ী	ভাংগামোড়, শিমুলবাড়ী, বড়ভিটা, নাওডাঙ্গা, ফুলবাড়ী, কাশিপুর
	১৬। রৌমারী	৪নং রৌমারী, বন্দবেড়, দাঁতভাঙ্গা, শৌলমারী, যাদুরচর
	১৭। রাজীবপুর	রাজিবপুর, কোদালকাটি, মোহনগঞ্জ, রাজারহাট, মোহনগঞ্জ, চররাজিবপুর,
গাইবান্ধা	১৮। গাইবান্ধা সদর	খোলাহাটি, বল্লমঝাড়, কামারজানি
	১৯। গোবিন্দগঞ্জ	গুমানীগঞ্জ, দরবস্ত, সাপমারা
	২০। সাদুল্ল্যাপুর	রসুলপুর, কামারপাড়া, খোর্দ্দকোমরপুর
	২১। ফুলছড়ি	ফুলছড়ি, এরেন্ডাবাড়ি ও সমগ্র উপজেলা
	২২। সুন্দরগঞ্জ	সর্বানন্দ, কঞ্চিবাড়ী, ধোপাডাঙ্গা
	২৩। সাঘাটা	মুক্তিনগর, ঘুড়িদহ, কামালের পাড়া
	২৪। পলাশবাড়ী	হরিনাথপুর, বেতকাপা, মনোহরপুর
নীলফামারী	২৫। নীলফামারী সদর	ইটাখোলা, সোনারায়, কুন্দুপুকুর
	২৬। ডিমলা	ডিমলা, বালাপাড়া, পশ্চিম ছাতনাই
	২৭। ডোমার	সোনারায়, জোড়াবাড়ী, হরিণচড়া
	২৮। জলঢাকা	গোলমুন্ডা, বালাগ্রাম, ডাউয়াবাড়ী
	২৯। কিশোরগঞ্জ	নিতাই, চাঁদখানা, পুটিমারী
	৩০। সৈয়দপুর	বাঙ্গালীপুর, বোতলাগাড়ী, কামারপুকুর, কাশিরাম বেলপুকুর, খাতামধুপুর
লালমনিরহাট	৩১। লালমনিরহাট সদর	মহেন্দ্র নগর, মোগলহাট, খুনিয়াগাছ
	৩২। আদিতমারী	পলাশী, সাপ্টিবাড়ী, মহিষখোচা
	৩৩। কালিগঞ্জ	তুষভান্ডার, ভোটমারী, চন্দ্রপুর
	৩৪। হাতিবান্ধা	ভেলাগুড়ি, বড়খাতা, ডাউয়াবাড়ী
	৩৫। পাটগ্রাম	কুচলিবাড়ি, জোংরা, দহগ্রাম

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে

(১) প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা;

(২) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(৩) স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ;

(৪) স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন নিশ্চিত করা;

(৫) অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের মূল পেশার পাশাপাশি স্বকর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা;

(৬) বিপণন Linkage সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত উপকারভোগীদের সমন্বয়ে দলগঠন;

(৭) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন;

(৮) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে (বাৎসরিক মাত্র ৬% হারে) উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রশিক্ষনোত্তর ঋণ সহায়তা প্রদান;

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম

১। বেঞ্চমার্ক সার্ভের মাধ্যমে উপকারভোগী বাছাই

২। ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়মুলক প্রশিক্ষণ

৩। ৬০ কার্যদিবস অর্থাৎ প্রশিক্ষণকালীন সময়ে অস্থায়ী কর্মসংস্থান

৪। প্রশিক্ষণকালীন দৈনিকভাতা প্রদান

৫। প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ ভিত্তিক গ্রাম সংগঠন/দল তৈরি

৬। উৎপাদনে জড়িত সদস্যদের নামমাত্র সেবা মূল্যে ঋণ প্রদান

৭। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিভাগীয় শহর রংপুরে স্থায়ী ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপন

প্রকল্পের উপকারভোগী

প্রকল্প এলাকার দরিদ্র মহিলা ও পুরুষ, বিশেষকরে বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, তালাকপ্রাপ্ত, এতিম, নিঃস্ব, সংখ্যালঘু, অনগ্রসর এবং সুবিধা বঞ্চিত নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর মূল উপকারভোগী। প্রকল্পভূক্ত প্রতি উপজেলা হতে ৯৬০ জন করে (প্রতি উপজেলায় ৩টি করে ইউনিয়ন এবং প্রতি ইউনিয়ন হতে ৩২০ জন করে উপকারভোগী) ৩৫টি উপজেলা হতে সর্বমোট ৩৩৬০০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের উপকারভোগী।

প্রশিক্ষণের বিষয়

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর আওতায় স্থানীয় চাহিদা এবং আগ্রহ অনুসারে নির্বাচিত উপকারভোগীদেরকে নিম্নলিখিত ৮টি ট্রেডে (প্রতি উপজেলায় যে কোন ৪টি ট্রেডে) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১) মোবাইল সার্ভিসিং (২) গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান (৩) বিউটিশিয়ান এন্ড বিউটিপার্লার ম্যানেজম্যান্ট (৪) টেইলারিং (৫) এমব্রয়ডারী (৬) শতরঞ্জি/পাপস বুনন (৭) নকশী কাঁথা, নকশী টুপি ইত্যাদি তৈরী এবং (৮) ব্লক ও বাটিক বুটিক

প্রশিক্ষণ ভাতা

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর আওতায় প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রকল্পের পক্ষ হতে প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থী/উপকারভোগীকে দৈনিক ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ৬০ প্রশিক্ষণ দিবসে সর্বমোট ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ খাতে মোট বরাদ্দ ৬৫৬৬.০২ লক্ষ টাকা।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর আওতায় উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রকল্পভূক্ত ১৮টি উপজেলায় পল্লী ভবনের দোতলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি উপজেলায় উপজেলা পরিষদের নিকটবর্তী স্থানে জায়গা/বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভাড়া প্রকল্প হতে প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

দল গঠন

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীরা যাতে ঝরে না পড়ে, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে যাতে তারা জড়িত থাকার আগ্রহ পায় এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে সরকার প্রদত্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারে সে জন্য তাদেরকে নিয়ে প্রকল্পভূক্ত প্রত্যেক

ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১০-২০ জন সদস্য নিয়ে একটি করে দল গঠন করা হয়। এসব দলের মধ্যে অনেক সময় ট্রেডভিত্তিক সংহতি দল থাকে।

সদস্যদের সঞ্চয় জমা

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ক্রেডিট সুপারভাইজারের নিকট দলের সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করে। যা তাদের পাশ বহিতে উল্লেখ থাকে। পরবর্তীতে ক্রেডিট সুপারভাইজার উক্ত টাকা দলের ব্যাংক হিসাবে জমা করে। ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ পর্যন্ত সদস্যদের সঞ্চয় জমার পরিমাণ-৬৫.৮৬ লক্ষ টাকা।

প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা

প্রকল্পের আওতায় মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, বিউটিশিয়ান এন্ড বিউটিপার্লার ম্যানেজম্যান্ট, টেইলারিং, এমব্রয়ডারী, শতরঞ্জি/পাপস বুণন, নকশী কাঁথা, নকশী টুপি ইত্যাদি তৈরী, ব্লক ও বাটিক-বুটিক ট্রেডে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইজিএ/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করলে উক্ত উপকারভোগীকে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর আওতায় বাৎসরিক মাত্র ৬% সেবামূল্যের বিনিময়ে সাধারণত জনপ্রতি ৭০০০ হতে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কমিটি সম্মত হলে ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা যায়। এ খাতে প্রকল্পের মোট তহবিল ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা (প্রথম পর্যায়ের ৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ২য় পর্যায়ের ৯০০.০০ লক্ষ টাকা)।

ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপন

মৌসুমী বিপণন Linkage সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত উপকারভোগীদের সমন্বয়ে দলগঠন হওয়ায় একদিকে যেমন কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে অপরদিকে Online Market Linkage চালু করার নিমিত্ত বিভাগীয় শহর রংপুরে ভাড়া জায়গায় প্রকল্পের ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার চালু করা হয়েছে। এতে করে উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বিপণন সহজ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় শহর রংপুরে স্থায়ীভাবে "ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার" স্থাপনের নিমিত্ত ন্যূনতম ১০ শতক জমি ক্রয়ের জন্য ১৫১.২৪ লক্ষ টাকা এবং ৩ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য ৩০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ইতোমধ্যে জমি ক্রয়ের জন্য দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টারে একজন ডিসপ্লে ম্যানেজার, দুইজন সেলস্ প্রমোটর একজন অফিস সহায়ক কর্মরত রয়েছেন।

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি-এর অনুমোদন অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় রংপুর শহরস্থ ধাপ এলাকায় ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত (বাড়ি নং-১৬৩ (৪র্থ তলা), রোড নং-১, ক্যান্ট রোড, চেকপোস্ট, ধাপ, রংপুর)। প্রকল্প পরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক, একজন হিসাব রক্ষক, একজন কম্পিউটার অপারেটর, দুইজন ড্রাইভার এবং দুইজন অফিস সহায়ক কর্মরত রয়েছেন।

প্রকল্পের লিয়াজোঁ অফিস

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-এর অনুমোদিত ডিপিপি-এর অনুমোদন অনুযায়ী প্রকল্পের লিয়াজোঁ অফিস বিআরডিবি-এর প্রধান কার্যালয় ৫-কাওরান বাজারস্থ পল্লী ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত। লিয়াজোঁ অফিসে একজন ডিপিডি, একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, দুইজন ড্রাইভার এবং একজন অফিস সহায়ক কর্মরত রয়েছেন।

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের জনবল

ক্র.নং	পদের নাম	সংখ্যা	কর্মস্থল	মন্তব্য
১	ক্রেডিট সুপারভাইজার (মাঠ সংগঠক)	৩৫ জন	উপজেলা পর্যায়ে	সরাসরি প্রতি উপজেলায় ১ জন করে
২	প্রডাকশন ম্যানেজার	৩৫ জন	উপজেলা পর্যায়ে	সরাসরি প্রতি উপজেলায় ১ জন করে
৩	প্রশিক্ষক	১৪০ জন	উপজেলা পর্যায়ে	দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে প্রতি উপজেলায় ৪ জন করে
৪	এমএলএসএস কাম নাইটগার্ড	১ জন	উপজেলা পর্যায়ে	আউটসোর্সিং প্রতি উপজেলায় ১ জন করে

কমিটি সমূহ

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে **ষ্টিয়ারিং কমিটি।**

কমিটির কর্মপরিধি ঃ
প্রকল্পের সুষ্টুবাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিটি সময় সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপদেষ্টা, দিকনির্দেশনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই কমিটি বছরে অন্তত ২ বার সভায় মিলিত হবে।

(খ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে **প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।**

কমিটির কর্মপরিধি ঃ
কমিটি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পর বাস্তবায়ন তদারকী করবে এবং প্রকল্প চলাকালিন উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করবে। এই কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর কমপক্ষে ১ বার সভায় মিলিত হবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে **উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটি।**

কমিটির কার্যপরিধি ও শর্তাবলী ঃ

(১) কমিটি গ্রামভিত্তিক খানা জরিপের মাধ্যমে সামাজিক/অর্থনৈতিক অবস্থা নিরুপণপূর্বক প্রকল্পভূক্ত ৩টি ইউনিয়ন থেকে সমহারে (৩২০×৩)=৯৬০ জন প্রকৃত দরিদ্র উপকারভোগী/প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা;

(২) বিধাবা/স্বামী পরিত্যাক্তা/বঞ্চিত ও অসহায়/প্রতিবন্ধী/সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের সদস্য এবং উপজাতীয় সংখ্যালঘূ জনগোষ্টী প্রশিক্ষণার্থী বাছাইকালে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

(৩) কোন পরিবার থেকে একের অধিক প্রশিক্ষনার্থী বাছাই না করা;

(৪) প্রশিক্ষণ শুরুর প্রারম্ভে মোট ৯৬০ জন উপকারভোগীর একটি চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা;

(৫) নির্বাচিত কোন প্রক্ষিণার্থী প্রশিক্ষণে উপস্থিত না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে প্রশিক্ষণার্থী অন্তর্ভূক্ত করার নিমিত্ত ইউনিয়ন ভিত্তিক ১০% উপকারভোগীর নিয়ে একটি অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন করা।

প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বিআরডিবি, প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বিআরডিবি'র জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকগণ প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও তদারকি করা হয়।

দেশের ভিতরে শিক্ষা সফর (সুবিধাভোগীদের জন্য)

সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে আত্মনিয়োগে উৎসাহ যোগান, পণ্যের মানোন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের কৌশল সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রশিক্ষিত সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে নির্বাচিত সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে সমপর্যায়ের উৎপাদন কার্যক্রম, সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিল্প কার্যক্রম, প্রকল্প কার্যক্রম, উৎপাদন কেন্দ্র, ঐতিহাসিক বিক্রয় কেন্দ্র, দর্শনীয় ইত্যাদি স্থানে শিক্ষা সফর আয়োজন করার অনুমোদন রয়েছে।

বিদেশে শিক্ষা সফর (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য)

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশে শিক্ষা সফর করার অনুমোদন থাকায় ইতোমধ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ২টি দল থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে সফর করেছে।

প্রকল্পের প্রভাব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের মূল্যায়ন কমিটির মধ্যবর্তী ও বিশেষ মূল্যায়ন, বিআরডিবি-এর পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে প্রভাবসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) প্রশিক্ষিত সুবিধাভোগীরা আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকার ফলে প্রকল্প এলাকার দারিদ্রপীড়িত ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে তাদের মূল পেশার পাশাপাশি স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার ফলে একদিকে যেমন তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়েছে;

(২) আয়বৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন অভিষ্ট জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে অপরদিকে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়েছে-

২. ক) তাদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবয়েল স্থাপন করায় তারা এখন বিশুদ্ধ পানি পান করছে। যে কারণে এখন রোগ বালাই কম হচ্ছে;

২. খ) তারা নিজেরাই বাড়িতে এখন বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, হাস-মুরগী, কবুতর, কোয়েল পাখি, পুকুরে মৎস্য ইত্যাদি চাষ করছে বিধায় তাদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে তারা বাড়তি কিছু আয় করতে পারছে;

২. গ) তাদের ছেলে মেয়েরা এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। অনেকের বাড়িতে সোলার স্থাপন করায় তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছে না;

২. ঘ) টেলিভিশন দেখা এবং মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের নিজস্ব জ্ঞানবৃদ্ধিসহ বহিঃবিশ্বের সাথে যোগাযোগ সহজতর হচ্ছে;

(৩) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে গেছে এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় তাদের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে;

(৪) মৌসুমী বিপণন Linkage সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত উপকারভোগীদের সমন্বয়ে দলগঠন হওয়ায় একদিকে যেমন কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে অপরদিকে Online Market Linkage এবং বিভাগীয় শহর রংপুরে ডিসপ্লে সেন্টার চালু করায় তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বিপণন সহজ হয়েছে। এতে করে মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমে গেছে। উপকারভোগীরা পণ্যের নায্যমূল্য পাচ্ছে এবং সরকার ঘোষিত দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে ;

(৫) বিনা জামানতে এবং স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে (বাৎসরিক মাত্র ৬% হারে) ঋণ পাওয়ায় একদিকে যেমন তাদের পুঁজির অভাব দূর হয়েছে অপরদিকে তাদের মধ্যে সঞ্চয় জমার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে;

(৬) আদিবাসী, প্রতিবন্ধী এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকার ফলে সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হচ্ছে;

(৭) নারীর ক্ষমতায়ন হওয়ায় একদিকে যেমন পরিবার ও সমাজে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে তালাক, যৌতুক, ইভটিজিং ইত্যাদির মত সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাচ্ছে;

(৮) প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই গার্মেন্টস, বিউটি পার্লারসহ দেশীয় বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে চাকরি পাওয়ায় তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে;

(৯) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অনেকেই এখন দৈনিক ২০০/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে;

(১০) প্রকল্প এলাকার দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আগ্রহী দরিদ্র মানুষদের সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব না হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়ার আশায় অনেকেই স্থানীয় দালাল এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারগ্রস্থ হচ্ছে। এতে করে তারা অনেকেই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে;